জাতীয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক ঝুঁকি প্রশমন প্রকল্প - ২

(একটি বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প)

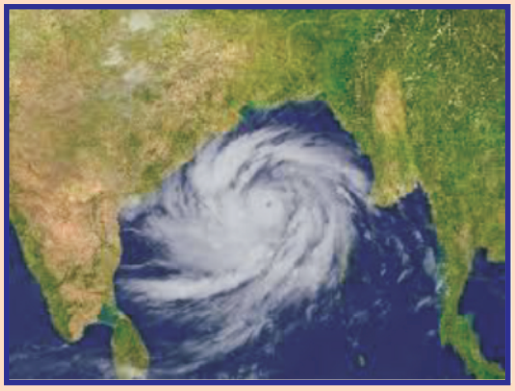

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনের রূপরেখা

কার্যনিবাহী সারসংক্ষেপ

জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক
ভারত সরকার

চূড়ান্ত সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৫

আদ্যক্ষর দিয়ে গঠিত সংক্ষিপ্ত নির্দেশক শব্দ

APL (এ.পি.এল)	:	Adaptable Programme Loan (অভিযোজনযোগ্য কর্মসূচিতে ঋণ)
BCR (বি.সি.আর)	:	Benefit Cost Ratio (লাভ ব্যয়ের অনুপাত)
CBO (সি.বি.ও)	:	Community Based Organization (সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন)
CRZ (সি.আর.জেড)	:	Coastal Regulatory Zone (উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণ এলাকা)
CSMMC (সি.এস.এম.এম.সি.)	:	Cyclone Shelter Management & Maintenance Committee (ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিরাপদ আস্তানা ব্যবস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সমিতি)
CSO (সি.এস.ও.)	:	Civil Society Organization (নাগরিক সমাজ সংগঠন)
DC (ডি.সি.)	:	Direct Contracting (সরাসরি ঠিকাদান)
DEA (ডি.ই.এ.)	:	Department of Economic Affairs, Govt. of India (কেন্দ্রীয় অর্থকার্য বিভাগ, ভারত সরকার)
DGM (ডি.জি.এম)	:	Deputy General Manager (উপ-মহা ব্যবস্থাপক)
DIU (ডি.আই.ইউ.)	:	District Implementation Unit (জেলা রূপায়ণ ইউনিট)
DPR (ডি.পি.আর.)	:	Detailed Project Report (বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন)
DRM (ডি.আর.এম.)	:	Disaster Risk Management (বিপর্যয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপন)
EA (ই.এ.)	:	Environmental Assesment (পরিবেশগত মূল্য নির্ধারণ)
EC (ই.সি..)	:	Empowered Committee (ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি)
EOC (ই.ও.সি.)	:	Emergency Operating Centre (আপৎকালীন কর্মসম্পাদন কেন্দ্র)
ESMF (ই.এস.এম.এফ.)	:	Environment and Social Management Framework (পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থাপন রূপরেখা)
GIS (জি.আই.এস.)	:	Geographic Information System (ভৌগোলিক তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা)
GM (জি.এম.)	:	General Manager (মহা ব্যবস্থাপক)
GoI (জি.ও.আই.)	:	Government of India (ভারত সরকার)
GoAP (জি.ও.এ.পি..)	:	Government of Andhra Pradesh (অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার)
GoO (জি.ও.ও..)	:	Government of Odisha (ওড়িশা সরকার)
GoG (জি.ও.জি.)	:	Government of Gujrat (গুজরাট সরকার)
GoGoa (জি.ও.গোয়া.)	:	Government of Goa (গোয়া সরকার)
GoK (জি.ও.কে.)	:	Government of Kerala (কেরল সরকার)
GoKarnataka (জি.ও.কর্ণাটক)	:	Government of Karnataka (কর্ণাটক সরকার)
GoM (জি.ও.এম.)	:	Government of Maharashtra (মহারাষ্ট্র সরকার)
GoWB (জি.ও.ডাব্লু.বি.)	:	Government of West Bengal (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
GRC (জি.আর.সি.)	:	Grievance Redress Committee (অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি)

GRM (জি.আর.এম)	:	Grievance Redress Mechanism (ক্ষোভ প্রতিকার প্রক্রিয়া)
HTL (এইচ.টি.এল.)	:	High Tide Line (জোয়ার-রেখা)
IA (আই.এ.)	:	Implementing Agency (রূপায়ণকারী/সম্পাদনকারী সংস্থা)
IBRD (আই.বি.আর.ডি.)	:	International Bank of Reconstruction & Development (আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক)
ICZM (আই.সি.জেড.এম.)	:	Integrated Coastal Zone Management (সুসংহত উপকূলবর্তী অঞ্চল পরিচালন ব্যবস্থা)
IDA (আই.ডি.এ.)	:	International Development Association (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
IMD (আই.এম.ডি.)	:	India Meteorological Department (ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর)
ISP (আই.এস.পি.)	:	Implementation Support Plan (রূপায়ণ সহায়ক পরিকল্পনা)
INCOIS (আই.এন.সি.ও.আই.এস.)	:	Indian National Centre for Ocean Information Service (ভারতের জাতীয় সামুদ্রিক তথ্য সরবরাহ পরিষেবা)
ISRO (আই.এস.আর.ও.)	:	Indian Space Research Organization (ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা)
LARRA (এল.এ.আর.আর.এ.)	:	Land Acquisition, Resettlement & Rehabilitation Act (জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা আইন)
M&E (এম.অ্যান্ড.ই.)	:	Monitoring & Evaluation (নজরদারি ও মূল্যায়ন)
MD (এম.ডি.)	:	Managing Director (প্রধান পরিচালক)
MHA (এম.এইচ.এ.)	:	Ministry of Home Affairs, Government of India (কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ভারত সরকার)
MIS (এম.আই.এস.)	:	Management Information System (পরিচালন তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা)
NCRMP - I (এন.সি.আর.এম.পি.- ১)	:	National Cyclone Risk Mitigation Project I (জাতীয় ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি প্রশমন প্রকল্প - ১)
NCRMP - II (এন.সি.আর.এম.পি.-২)	:	National Cyclone Risk Mitigation Project II (জাতীয় ঘূর্ণিঝড় ঝুঁকি প্রশমন প্রকল্প -২)
NDMA (এন.ডি.এম.এ.)	:	National Disaster Management Authority (জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ)
NIDM (এন.আই.ডি.এম.)	:	National Institute of Disaster Management (জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন প্রতিষ্ঠান)
PPR (পি.পি.আর.)	:	Periodic Performance Review (পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত কার্য্যের পূনঃমূল্যায়ন)
RAP (আর.এ.পি.)	:	Resettlement Action Plan (পুনর্বাসন সম্পাদন যোজনা/পরিকল্পনা)

SDMA (এস.ডি.এম.এ.)	:	State Disaster Management Authority (রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ)
SPIU (এস.পি.আই.ইউ.)	:	State Project Implementation Unit (রাজ্য প্রকল্প রূপায়ণ শাখা)
SPMU (এস.পি.এম.ইউ.)	:	State Project Management Unit (রাজ্য প্রকল্প ব্যবস্থাপন শাখা)
SBD (এস.বি.ডি.)	:	Standard Building Document (আদর্শ গৃহনির্মাণ লেখ্য)
SIL (এস.আই.এল.)	:	Specific Investment Loan (নির্দিষ্ট লগ্নিখাতে/বিনিয়োগখাতে ঋণ)
SRM (এস.আর.এম.)	:	Supervision, Reporting & Monitoring (তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন প্রেরণ ও নজরদারি)
SSC (এস.এস.সি.)	:	State Steering Committee (রাজ্য পরিচালন সমিতি)
ToR (টি.ও.আর.)	:	Terms of Reference (বিচার্য বিষয় / অনুসন্ধানের ক্ষেত্র)
TPQA (টি.পি.কিউ.এ.)	:	Third Party Quality Audit (তৃতীয় পক্ষ উৎকৃষ্ট নিরীক্ষা)
UN (ইউ.এন.)	:	United Nations (রাষ্ট্রপুঞ্জ)
VSCS (ভি.এস.সি.এস.)	:	Very Severe Cyclonic Storm (অতি ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়)
WB (ডব্লুউ.বি.)	:	The World Bank (বিশ্বব্যাঙ্ক)
W&S (ডব্লুউ.অ্যান্ড.এস.)	:	Water and Sanitation (জল এবং স্বাস্থ্য-বিধান)

ই - ১ঃ প্রকল্পের পশ্চাৎপট

ভারতবর্ষ, তার ১০০ কোটিরও বেশী নাগরিকসহ, পৃথিবীর অন্যতম সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ একটি দেশ, যেখানে নানারকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, খরা ও ভূমিধস লেগেই আছে। ২০১১ সালের বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তন ও ঝুঁকিপ্রবণতার সূচক অনুযায়ী ভারতবর্ষ, প্রাকৃতিক ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয় 'সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ। এ দেশের উপকূলবর্তী তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭,৫১৬ কিলোমিটার, যার মধ্যে ৫,৭০০ কিলোমিটারই বিভিন্ন ছোটো-বড় ঘূর্ণিঝড়ের লীলাক্ষেত্র। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশই যেহেতু উপকূলের একশ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করেন, ফলে ঘূর্ণিঝড়ে তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির একটা সম্ভাবনা সর্বদা থেকেই যায়। যখন ঝড়ের তান্ডবের জন্য অথবা আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের জলস্তরবৃদ্ধি ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে, তখন নানারকম বিপর্যয়ের সংখ্যা ও শক্তিও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বিপর্যয়জনিত গড়পড়তা আর্থিক ক্ষতির বহরও দিন দিন বাড়ছে, কারণ বিপর্যয়ের সংখ্যা এবং তার সঙ্গে জড়িত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত আর একটি কারণ হল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উন্মুক্ত বা অরক্ষিত সম্পদের পরিমাণ।

ভারতের উপকূল অতিমাত্রায় নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড়প্রবণ - একথা অনুধাবন করে এবং বিপর্যয়ে জীবন ও সম্পত্তির পুনঃপুনঃ ক্ষতিসাধন হতে দেখে, ভারত সরকার স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মেয়াদে বিপদ-আপদের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, যার প্রধান আঙ্গিকগুলি হল - প্রতিরোধ, সতর্কতামূলক প্রস্তুতি ও প্রশমন। পরিকল্পিতভাবে প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক চালু করেছেন - 'জাতীয় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক ঝুঁকি প্রশমন প্রকল্প' (National Cyclone Risk Mitigation Project - NCRMP)। ১৩ টি সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নানা তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জাতীয় স্তরে এটি প্রথম পদক্ষেপ। NCRMP হল ভারতে প্রথম ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক সাহায্যে বাস্তবায়িত একটি অগ্রগণ্য প্রকল্প, যার প্রধান লক্ষ্যই হল - বিপর্যয়ের ঝুঁকি প্রশমন। এটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন - NDMA, আর সহায়তা করছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (Ministry of Home Affairs - MHA) ও বিশ্বব্যাঙ্ক।

ই - ২ঃ প্রকল্প

এই প্রকল্পের (NCRMP) মূল লক্ষ্য হল - প্রকল্পের অন্তর্গত রাজ্যগুলির সমুদ্রতীরে বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দের ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপদে ঝুঁকি হ্রাস করা এবং রাজ্যের পরিচালকবৃন্দের সুপ্রযুক্তভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা ও তার জন্য পরিকল্পনার ক্ষমতাবৃদ্ধি। এই প্রকল্পটি NDMA কর্তৃক গৃহীত একটি বৃহত্তর জাতীয় বহুমুখী বিপদাপদ প্রশমন কর্মসূচির অন্তর্গত, যার মধ্যে পড়ছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপত্তি যেমন ভূমিকম্পের ঝুঁকি, বন্যা, ভূমিধসের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপনে একটি পারস্পরিক সংযোগ প্রক্রিয়া গড়ে তোলা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল - ক) ঘূর্ণিঝড়ে ঝুঁকি ও অরক্ষিত অবস্থার হ্রাস ঘটানো, খ) সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় প্রশমন প্রক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি, গ) ঘূর্ণিঝড় প্রবণ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নাগরিকবৃন্দের ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ প্রশমনে যোগ্যতা ও সামর্থ্যবৃদ্ধি, তৎসহ উপকূল অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ। এই প্রকল্পটিতে বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থ বরাদ্দ করেছেন - অভিযোজনযোগ্য কর্মসূচিতে ঋণ (Adaptable Programme Loan বা APL) হিসাবে।

ই - ৩ঃ প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য

প্রকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য (Project Development Objective বা PDO) হল - প্রকল্পভুক্ত রাজ্যগুলির সমুদ্রতীরে বসবাসকারী নাগরিকবৃন্দের ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য জলবায়ু সংক্রান্ত বিপদাপদে অরক্ষিত অবস্থার অবসান ঘটানো এবং রাজ্য পরিচালকবৃন্দের সুপ্রযুক্তভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা ও তার জন্য পরিকল্পনার ক্ষমতাবৃদ্ধি। এর প্রধান অভিপ্রায় হল ঃ-

◈ উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও বজায় রেখে উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিতে সঠিক পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে অরক্ষিত অবস্থার হ্রাস করা, যা ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকারক অবস্থার প্রশমনে সাহায্য করে।

◈ ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, যার ফলে দ্রুত ও সুষ্ঠভাবে কেন্দ্র / জেলা / উপজেলা স্তর থেকে বিপদসংকেত ও উপদেষ্টার দল সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা গোষ্ঠীর মধ্যে যেতে পারেন।

ই - ৪ ঃ প্রকল্পের পরিধি

এই প্রকল্প ঘূর্ণিঝড়ে বিপদসংকুল তেরোটি (১৩) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছে, যেগুলি কমবেশী অরক্ষিত। এই উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে আবার, তাদের বিপর্যয়ে ঝুঁকির নিরিখে অরক্ষিত অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :-

◈ শ্রেণী ক

অধিক বিপদসংকুল উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল - অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ।

◈ শ্রেণী খ

অপেক্ষাকৃত কম বিপদসংকুল উপকূলবর্তী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল - গোয়া, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দমন ও দিউ, লাক্ষাদ্বীপ এবং পন্ডিচেরী।

ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বর্তমানে প্রথম পর্বের (যাকে বলা হয় - NCRMP I) কাজ চলছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় NCRMP বিষয়ে বিনিয়োগ ও প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি সাক্ষরিত হয় বিশ্বব্যাঙ্কের ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের মধ্যে ২০১১ সালের ১৪ ই জানুয়ারী। কিছু প্রারম্ভিক বিলম্ব ও ঘূর্ণিঝড় ফাইলিনের অভিঘাত সত্ত্বেও NCRMP - I তার প্রকল্প বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছে। এই প্রকল্পের মোট রাশি হল - ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ আমেরিকান ডলার (এর মধ্যে ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার হল আই.ডি.এ. কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিম ঋণ বা ক্রেডিট, আর ৯ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার হল বকেয়া তহবিল)। ২০১৩ সালে ঘূর্ণিঝড় ফাইলিন আছড়ে পড়ার পর এতে আরও ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের প্রকল্পে (NCRMP - II — বর্তমান প্রকল্প) পশ্চিম তীরবর্তী গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্নাটক ও গোয়া এবং পূর্বতীরবর্তী পশ্চিমবঙ্গকে অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলা হয়েছে, আর তার জন্যই এই নথিটি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

ই - ৫ ঃ প্রকল্পের অংশবিভাগ ও অর্থ বরাদ্দ

NCRMP - II এই প্রকল্পের চারটি অংশ আছে :-

* অংশ ক ঃ প্রারম্ভিক বিপদসংকেত জ্ঞাপন ব্যবস্থা (EWDS) - ১ কোটি ৭০ লক্ষ মার্কিন ডলার।
* অংশ খ ঃ ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি প্রশমন পরিকাঠামো - ৩৩ কোটি ৩৩ লক্ষ মার্কিন ডলার।
* অংশ গ ঃ বহুমুখী বিপদাপদের ঝুঁকির ব্যবস্থাপনায় রাহাখরচ (TA) - ২ কোটি ৯৫ লক্ষ মার্কিন ডলার।
* অংশ ঘ ঃ প্রকল্প ব্যবস্থাপন এবং প্রায়োগিক সহায়তা - ২ কোটি ৩৫ লক্ষ মার্কিন ডলার।

এই প্রকল্পে মোট খরচের আনুমাণিক পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০ কোটি ৩৩ লক্ষ মার্কিন ডলার, তার মধ্যে আই.ডি.এ. দেবে ৩২ কোটি মার্কিন ডলার। এটি এই সিরিজের দ্বিতীয় প্রকল্প, যা শুরু হয়েছিল - ইতিমধ্যে চালু থাকা কোনও অভিযোজনযোগ্য কর্মসূচিতে ঋণ- (অ্যাডাপ্টেবল প্রোগ্রাম লোন) এর মাধ্যমে। প্রকল্পে বিনিয়োগ লগ্নী (ইনভেস্টমেন্ট প্রোজেক্ট ফাইন্যানসিং) হল এর তহবিলের চালিকাশক্তি (লেনডিং ইনস্ট্রুমেন্ট) আর এর সম্পাদনের সময়সীমা হল পাঁচ বছর।

ই - ৬ ঃ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

প্রথাগতভাবে বিপর্যয় ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থাপন প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে - বাহ্যিক পরিকাঠামো নির্মাণ। কিন্তু ভবিষ্যতের অনাগত বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাসের অন্য দিকটিও উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। ব্যাপারটা নির্ভর করে প্রতিরোধের বিষয় ও বন্দোবস্তের পর্যাপ্ত বিবেচনার ওপর। যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিক দিয়ে বিপদসংকুল ও অরক্ষিত জায়গা থেকে দূরে মনুষ্য বসতি স্থাপন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিক দিয়ে বিপদসংকুল এলাকার অধিক নৈকট্যই হল -

বিপর্যয়ে জীবনহানি ও সম্পত্তিহানির অন্যতম প্রধান কারণ । একই রকমভাবে কোনো নাগরিক বাস্তুকর্ম (সিভিল ওয়ার্ক) যদি পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও অধ্যবসায় ছাড়াই করা হয়, তাহলে তার অনভিপ্রেত/বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিবেশ ও জনগণ/জনবসতির ওপর পড়ে এবং তার ফলে প্রকল্পের কাঙ্খিত উন্নয়নের ফসল বিঘ্নিত হয় এবং বিনিয়োগ চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা বা সংবেদনশীল কিংবা পরিবেশ/বাস্তুবিদ্যার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে, যেমন ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী ক্ষেত্রে, কোনো কাজ করতে গেলে তার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিমাপ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । পরিবেশ ও জনগণের ওপর কোনো কাজের সম্ভাব্য অভিঘাতের ফল নির্ভর করে ঐ এলাকার স্থানীয় ভৌগলিক ও পরিবেশগত অবস্থা, ওখানকার মানুষের আর্থ-সামাজিক চরিত্র এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজের মাত্রার ওপর । আর তাই এমন একটি নথি তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়, যা কোনো মূল প্রকল্প বা সহ-প্রকল্পের বিষয়ভাবনা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নির্দেশিকা (গাইড) হিসেবে কাজ করবে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তুতি ও রূপায়ণের উদ্দেশ্য ও অভিমুখের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিধান করবে । এ প্রসঙ্গেই অগ্রসর হবার রূপরেখা সংক্রান্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হয় এবং এই প্রকল্পে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয় ।

ই - ৭ ঃ ESMF - লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু

পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনের পরিকাঠামো আদতে তৈরি করা হয়েছিল বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তাপুষ্ট NCRMP-I প্রকল্পের জন্য, যার প্রয়োগ ও রূপায়ণ ঘটেছিল অংশগ্রহণকারী দুটি রাজ্য - ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে । উপরিউক্ত নথিটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রকের অধীন জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ ও দুটি অংশগ্রহণকারী রাজ্য দ্বারা নভেম্বর ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়, আর ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সেটি বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্যবিভাগে (ইনফোশপে) জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ।

এই পরিকাঠামোটি বর্তমানে জাতীয় বিপর্যয় ব্যবস্থাপন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পর্যালোচিত ও উন্নততর করা হয়েছে এবং NCRMP-II প্রকল্পের অন্তর্গত ছটি রাজ্যেই এটি ব্যবহার করা হবে । পরিবর্তিত নথিতে ২০০৯ - পরবর্তী সময়ে যে সব নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগে পরিবর্তন হয়েছে, তা স্থান পেয়েছে এবং প্রথম পর্বের রূপায়ণে যেসব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ ঘটেছে সেগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যে চারটি রাজ্য এই NCRMP-II প্রকল্পের আয়ত্তাধীন, সেখানে এই পরিবর্তন বা উন্নতিকরণকে বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, বিশেষতঃ বিদ্যমান পরিবেশ ও সামাজিক চরিত্রের ব্যাপারে । ESMF পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নীতি-নির্দেশিকা-প্রয়োগকৌশল স্থির করে, যেগুলি ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ করা প্রকল্পের বিষয়ভাবনা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণে একান্ত প্রয়োজনীয় ।

এই রূপরেখার মধ্যে এই প্রকল্পের রূপায়ণে সম্ভাব্য বিরূপ পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবের প্রশমন বা হ্রাসে কী কী নীতি, উদ্দেশ্য, অভিমুখ গ্রহণীয় বা বর্জনীয় তা বর্ণিত থাকে । পূর্বচিহ্নিত প্রধান সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানের জন্য নির্দেশক ব্যবস্থাপন কৌশলের রূপরেখাও এতে দেওয়া থাকে । কার্যকরী পরিবেশ ব্যবস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি জোগানের রূপরেখাও পরিকাঠামোর অংশ হিসেবে এতে বর্ণিত থাকে । তাই ESMF - এর প্রয়োগ ও রূপায়ণের উদ্দেশ্য হল ঃ-

১) এই প্রকল্পের নীতি নির্দ্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে - যেমন বিষয়ভাবনা, পরিকল্পনা, রূপায়ণ, ক্রিয়াশীলতা এবং সহ প্রকল্পগুলি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়কে যুক্ত করা; আর তার জন্য সম্পূর্ণ প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই পরিবেশগত ও সামাজিক বিরূপ অভিঘাতের উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা, বর্জন করা এবং/কিংবা হ্রাসের ব্যবস্থা করা ;

২) প্রকল্পের অন্তর্গত সহ-ক্রিয়াকলাপের উন্নততর/সংবেদনশীল বিষয়ভাবনা, পরিকল্পণা ও রূপায়ণের মাধ্যমে, পরিবেশগত ও সামাজিক ফলাফলের বৃদ্ধিসাধন ;

৩) একক বা যৌথ সহ-প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বা প্ররোচনা দ্বারা পরিবেশের যে ক্ষয় হয়, তা যতটা সম্ভব এড়ানো ;

৪) মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা এবং

৫) সাংস্কৃতিক সম্পদ, কিছু থাকলে, তার ওপর আঘাতের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম করা ।

ই - ৭ ঃ অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলির প্রধান বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন রাজ্যে ঝুঁকির মাত্রা ও রূপায়ণের তৎপরতার ওপর ভিত্তি করে NCRMP -কে গঠনগতভাবে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে, যার কাজ শুরু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে, তার মধ্যে রয়েছে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ। দ্বিতীয় পর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে - গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও গোয়াকে। অংশগ্রহণকারী ছ'টি রাজ্যের প্রধান বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নীচে দেওয়া হল ঃ-

গুজরাট ঃ ভারতের মোট তটরেখার সবচেয়ে বেশী অংশ (১৬০০ কিমি, ২৩%) এই রাজ্যের অন্তর্গত। এই তটভূমি বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক ভূখন্ডে ভরা। এছাড়াও রয়েছে গভীর সমুদ্র সোপান ও তার বিচিত্র জলবিজ্ঞান, কোনো কোনো জায়গা আবার অত্যধিক সমতল, কোথাও আবার একেবারে নীচু জমি। ভারতীয় তটভূমিতে সবচেয়ে উঁচু জলোচ্ছ্বাস (৮ মিটার পর্য্যন্ত) দেখতে পাওয়া যায় এ রাজ্যের খাম্বাট উপসাগরে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ভারতের অন্যান্য জায়গার তুলনায় তার আঘাতের ব্যপ্তিও অনেক বেশী হয়। গুজরাটে সাধারণতঃ দুটি মরসুমে ঘূর্ণিঝড়ের প্রাবল্য অনুভূত হয় : মার্চ থেকে জুলাই (দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমনের সাথে সাথে) এবং সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর (বর্ষা বিদায় নেবার সময়কালীন)। এই রাজ্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও উপকূলবর্তী জনপদ আছে এবং এ রাজ্য উত্তর ভারতের জন্য পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও অন্যান্য বহু পণ্য সরবরাহের সিংহ দরজা হিসেবে কাজ করে। গুজরাটে প্রায় ১৩০০ জনপদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনধিক ৯০,০০০ বাড়ি ভয়ংকরভাবে বিপদসংকুল অবস্থার মধ্যে আছে।

মহারাষ্ট্র ঃ উত্তর ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই রাজ্য জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম (১১ কোটি ৪২ লক্ষ) এবং আয়তনের দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম (৩,০৭,৭১৩ বর্গ কিলামিটার)। এ রাজ্যের বাসিন্দা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নাগরিক জনগোষ্ঠী। এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪৩% নগরে বাস করেন। মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বাই, দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক পীঠস্থান। রাজ্যটি বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ, তার মধ্যে রয়েছে মাঝারি মাপের ঘূর্ণিঝড় ও নানারকম ঝড়ঝঞ্ঝা। ১৮৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে আরব সাগরে ২১০ টি ঘূর্ণিঝড়জনিত নিম্নচাপ নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে উনিশটি (৬ টি রীতিমতো বড়সড়) মহারাষ্ট্র - গোয়া উপকূলে আঘাত হানে। কোঙ্কণ অঞ্চলটি ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে মাঝারি থেকে অল্প বিপদসংকুল এলাকার মধ্যে অবস্থিত, যেখানে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ কদাচিৎ ঘন্টায় ১৫৫ কিমির থেকে বেশী হয়। নগর সভ্যতার অত্যধিক বিস্তার অবশ্য বিপদের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে, বিশেষতঃ শহরে জলভাসি অবস্থার প্রকোপ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেরালা ঃ রাজ্যটির ভৌগোলিক আয়তন ৩৮,৮৬৩ বর্গ কিলোমিটার। এটি পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। কেরালার উপকূলের দৈর্ঘ্য ৫৮০ কিলোমিটার, যেখানে সমগ্র রাজ্যের প্রস্থ মাত্র ৩৫ থেকে ১২০ কিলোমিটার। কেরালায় বছরে ৩১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, যার মুখ্য অংশটাই হয় বর্ষা ঋতুতে এবং গড়ে বছরে ১২০ থেকে ১৪০ দিন বৃষ্টি হয়। প্রতিবছর এই মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও নিরক্ষীয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এ রাজ্য বিপজ্জনকভাবে ভূমিধস, বন্যা এবং উপকূল অঞ্চল ভূমিক্ষয়প্রবণ।

এখানকার উপকূলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি কিমিতে ৪,২২৮ জন, যা রাজ্যের গড়পড়তা নাগরিক ঘনত্বের প্রায় দ্বিগুণ। কয়েকদিন ধরে লাগাতার অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, এ রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৮৯১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৩১ টি ঘূর্ণিঝড়/ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় এ রাজ্যের উপকূলে আছড়ে পড়েছে। আর ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সাধারণতঃ বিশাল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এসে তটভূমির মধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আর তার সাথে চলতে থাকে মুষলধারে বৃষ্টি ও ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বেগসম্পন্ন বাতাসের ঝাপটা।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গের উপকূল ভীষণভাবে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এবং প্রায়শই এখানকার ওপর দিয়ে ঝঞ্ঝাবাত্যা বয়ে যায়। এখানে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে লাগাতার চলতে থাকা ঝড়ের প্রকোপে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয় এবং বহু জমি প্লাবিত হয় ও উপকূলবর্তী তটরেখা হয় ধুয়ে মুছে যায় অথবা ব্যাপক ভূমিক্ষয়ের শিকার হয়। পশ্চিমবঙ্গে ঝড়ের তান্ডবের অন্যতম প্রধান কারণ হল এর অদ্ভুত হঠাৎ নীচু হয়ে যাওয়া অবস্থান ও তটভূমির চরিত্র। বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশ বড়ই অগভীর। উপকূলও তিনদিকে মূল ভূখন্ড দ্বারা ঘেরা। এর ফলে যখনই কোনও ঘূর্ণিঝড় বা বড় ঝঞ্ঝাবাত্যা উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই উপকূলে অর্দ্ধনিমজ্জিত বাতাসের চাপে ঝড়ের তান্ডব সৃষ্টি হয়। এখানকার উপকূলের আরও একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য নদী-নালা পরস্পরের সঙ্গে কাটাকুটি করে প্রচুর দ্বীপের সৃষ্টি করেছে যেগুলি সমুদ্রতল থেকে মাত্রই ৪ থেকে ৫ মিটারের মতো উঁচু। এর ফলে ঐ দ্বীপগুলি ও সেখানে বসবাসকারী মানুষের ভাগ্যে দুর্যোগ লেগেই থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে বসবাসকারী মানুষজন সাধারণতঃ বড়ই গরীব। তাঁরা খড়ের চাল ছাওয়া মাটির কুঁড়েঘরে বসবাস করেন এবং যার ফলে তাঁরা ঘূর্ণিঝড়, ঝোড়ো বেগবান বাতাস, জমির প্লাবিত হওয়া এবং জমিতে নুন ও পলি জমে যাওয়ার সহজেই শিকার হন। ৯ কোটির বেশী জনবসতিপূর্ণ এই রাজ্য, ভারতের সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রগণ্য। পশ্চিমবঙ্গ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা এবং ভূমিকম্পের বারবার শিকার হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ মে, ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা' শুধু এ রাজ্যের উপকূলের সর্বনাশ-ই করে ছাড়েনি, তার ক্ষতিকারক প্রভাবের হাত থেকে মূল ভূখন্ডের দূর-দূরান্তও পর্যন্ত রেহাই পায়নি।

কর্ণাটক ঃ এ রাজ্যের মোট আয়তন হল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৯১ বর্গ কিলোমিটার, আর এটি ভারতের আয়তনের দিক থেকে সপ্তম এবং জনসংখ্যার দিক থেকে অষ্টম রাজ্য। এই রাজ্যের উপকূলের দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার এবং তার মধ্যে একটি সুবৃহৎ বন্দর, নিউ ম্যাঙ্গালোর পোর্ট ট্রাস্ট ও ১০টি মাঝারি ও ছোটোখাটো বন্দর আছে। তিনটি উপকূলবর্তী জেলায় (উত্তর কানাড়া, উদুপি ও দক্ষিণ কানাড়ায়) জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে ২৮ লক্ষ মানুষ সবচেয়ে বিপদসংকুল এলাকায় (সমুদ্রতীর থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে) বসবাস করেন, যার মধ্যে আবার ৪০% মানুষের অবস্থানই দারিদ্র্যসীমার নীচে। রাজ্যটি ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে মধ্যম ও অল্প মাত্রায় বিপজ্জনক, যদিও নিম্নচাপের কারণে এবং বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য, এখানে মাঝে মাঝেই বন্যা হয়। সর্বশেষ জলবায়ু সংক্রান্ত বড় ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৯ সালে, যখন প্রায় ৪,০০০ বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটা ছিল একটা সত্যিকারের বড়সড় বিপর্যয়।

গোয়া ঃ রাজ্যের মোট আয়তন হল ৩ হাজার ৭০২ বর্গ কিলোমিটার, যা দুটি প্রশাসনিক জেলায় বিভক্ত এবং ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হল - ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার। গোয়ার উপকূলের দৈর্ঘ্য হল ১০৫ কিলোমিটার, আর এ রাজ্যের ১২ টি তালুকের মধ্যে সাতটিই সমুদ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। গোয়ার অস্থায়ী জনসংখ্যাও প্রায় ১৫ লক্ষ, কারণ এটি একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র। যদিও বিগত ৭৫ বছরে গোয়ায় দুটিমাত্র ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে, কিন্তু এর উন্মুক্ত উপকূলভূমি এবং তটরেখা বরাবর জনবসতির ঘনত্ব (প্রায় ৬০%) ও সম্পদের অধিক সঞ্চয় হেতু (বিশেষতঃ বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র হবার সুবাদে), এই রাজ্যে বিপর্যয়ে ঝুঁকির পরিমাণ বড় আকার নিয়েছে। গোটা ভৌগোলিক অঞ্চলের ৪০ শতাংশই ঘূর্ণিঝড় ও ঝড়ঝাপটার সামনে অরক্ষিত-অসহায়, যার পুরোটাই পড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে মধ্যম ও অল্প মাত্রায় বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে। গোয়াতে প্রায় ১৮,০০০ হেক্টর খাজান জমি আছে, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতার থেকে কম এবং যেগুলির রক্ষাকবচ হল ৪২০টি বাঁধ।

ই - ৮ ঃ জাতীয় পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা

পরিবেশ ঃ প্রাসঙ্গিক প্রধান পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ব্যবহারের সুযোগ এবং NCRMP II - তে তার প্রাসঙ্গিকতা নিম্নলিখিত টেবিলের সাহায্যে পরিবেশন করা হল :-

আইন	প্রাসঙ্গিকতা
পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন {Environment (Protection) Act}, নম্বর ২৯, সাল ১৯৯৬।	প্রাসঙ্গিক ঃ প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত হল সেইসব নির্মাণকার্য যার দ্বারা পরিবেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। যদিও এই সব প্রকল্প রূপায়ণে, পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র আবশ্যিক নয়।
জল ও বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন {Water and Air (Prevention and Control of Pollution) Act}, ১৯৭৪ ও ১৯৮১।	প্রাসঙ্গিক ঃ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অভিপ্রায়ে এই সব প্রকল্পের নির্মাণকার্য দ্বারা স্থানীয় স্তরের জল ও বায়ুর ক্ষেত্রে কিছু গুণগত মানের অবনমন ঘটতে পারে, যদি যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে কাজ না করা হয়।
অরণ্য (সংরক্ষণ) আইন, {Forest (Conservation) Act}, নং ৬৯, সাল ১৯৮০। সংশোধনী ১৯৮৮ সাল।	প্রাসঙ্গিক ঃ পর্যালোচনা এবং প্রস্তুতি পর্বেই প্রতিটি সহ-প্রকল্পের মূল্যায়ন করা। সাধারণতঃ প্রকল্পগুলি নোটিফায়েড এলাকা বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে হয় না এবং তার জন্য বিকল্প বনাঞ্চল সৃজনের প্রয়োজনও হয় না। প্রকল্পের জমি খোঁজা ও ঝাড়াই-বাছাই এর সময়ই ঐ সব অঞ্চলকে যথাসম্ভব প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়।

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, {Wildlife (Protection) Act }, সাল ১৯৭২। সংশোধনী ১৯৯১ সাল ।	প্রাসঙ্গিক নয় ঃ প্রকল্পগুলি কখনোই নোটিফায়েড এলাকা বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যেমন অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে হবে না । প্রকল্পের জমি খোঁজা ও ঝাড়াই-বাছাই এর সময়ই ঐ সব অঞ্চলকে যথাসম্ভব প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয় ।
জীববৈচিত্র্য আইন {Biological Diversity Act } ২০০২ এবং বিধি (Rule), ২০০৪	প্রাসঙ্গিক ঃ পর্যালোচনা এবং প্রস্তুতি পর্বেই প্রতিটি সহ-প্রকল্পের মূল্যায়ন করা । প্রকল্পের অন্তর্গত কোনো কোনো এলাকা বা কর্মকান্ড বাস্তুতন্ত্রে সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল এলাকার খুব কাছে অবস্থিত হতে পারে, যার ফলে সাধারণভাবে সেখানকার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হ'তে পারে ।
প্রাচীন মিনার, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান ও অবশেষ আইন {The Ancient Monuments, Archeological Sites and Remains Act } ২০১০	প্রাসঙ্গিক ঃ যদিও প্রকল্পগুলি সাধারণতঃ এই সব এলাকায় করা হয় না, তবু উপ-প্রকল্পগুলি রূপায়ণের সময় কোনো কারণে খোঁড়াখুঁড়ি বা অন্য কোনো কর্মকান্ডের সময় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো সামগ্রীর আবিষ্কার ঘটতে পারে (ঐ রাজ্যের ও সেই স্থানের সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের কথা ধরে নিয়ে)। সেজন্যই এটির সংস্থান রাখা হচ্ছে ।
উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণ এলাকা (সি.আর.জেড.) বিধিনিয়ম, {Coastal Regulation Zone (CRZ) Regulations }, ১৯৯১ । (সংশোধন করা হয়েছে ২০১১ সাল পর্য্যন্ত ।)	প্রাসঙ্গিক ঃ অনেকগুলি উপ-প্রকল্প সি.আর.জেড. এলাকার মধ্যে অবস্থিত । ঐ সব অঞ্চলে নির্মাণকাজ শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি আবশ্যক ।

পরিকল্পনা এবং নীতি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট যে, প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলির কোনোটাই পরিবেশগত প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ প্রজ্ঞাপন-এর (Environmental Impact Assessment Notification) প্রথম তফসিলে বর্ণিত প্রকল্পের শ্রেণীতে পড়ছে না, আর তাই এগুলির জন্য ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনসম্পদ মন্ত্রকের ছাড়পত্রেরও কোনো প্রয়োজন নেই । যদিও প্রকল্পের কর্মকান্ডের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমতি, ছাড়পত্র, অনুমোদন একান্ত জরুরী, বিশেষতঃ উপ-প্রকল্পগুলির নকশা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ব্যাপারে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

- রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সি.আর.জেড. ছাড়পত্র / অনাপত্তিপত্র (যদি উপ-প্রকল্পগুলির এই রকম ছাড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে, উদাহরণস্বরূপ সাগরপাড় বাঁধানোর কাজে, বিশেষতঃ যদি স্থান বা আয়তনের কারণে দরকার হয় ।)
- অরণ্যভূমির হস্তান্তর করা
- গাছ কাটার অনুমতি
- উত্তপ্ত মিশ্রণের কারখানা, খোয়া-পাথরকুচি ইত্যাদির ভেজা অবস্থায় মিশ্রণের কারখানা, গুঁড়ো করার কারখানা, ব্যাচিং কারখানা
- বিপজ্জনক সামগ্রীর মজুত, ব্যবহার ও পরিবহন
- শ্রমিকদের ছাউনি এবং যন্ত্রপাতি ও মজুত সামগ্রী রাখার উঠানের স্থান ও নকশা
- শ্রমিকদের ছাউনি থেকে নিষ্ক্রান্ত তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ
- নদীখাত থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি

নির্মাণকাজের সময় পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়গুলির সঙ্গে সাধারণতঃ নিরপেক্ষতা, সুরক্ষা ও জনগণের স্বাস্থ্যের ইস্যু জড়িয়ে থাকে। নির্মাণসংস্থার উচিত এলাকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা, যার মধ্যে নিম্নলিখিত আইনের ধারাগুলি পড়তে পারে :-

১) মজুরি প্রদান আইন, ১৯৩৬

২) সম পারিশ্রমিক আইন, ১৯৭৯

৩) শিশু শ্রমিক (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬

৪) ন্যূনতম মজুরি আইন, ১৯৪৮

৫) বাড়ি ও অন্যান্য নির্মাণশ্রমিক সংক্রান্ত (কর্মসংস্থান ও পরিষেবার শর্ত নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯৬ এবং সেস আইন ১৯৯৬

৬) শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩

৭) ঠিকা শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও রদ) আইন, ১৯৭০

৮) আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক (নিয়োগ ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মকানুন) আইন ১৯৭৯, এবং নিয়মাবলী, ১৯৯৬

৯) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (সমান সুযোগ, অধিকারের সংরক্ষণ ও পূর্ণ যোগদান) আইন ১৯৯৫, এবং নিয়মাবলী, ১৯৯৬

১০) বিপজ্জনক বর্জ্য (ব্যবস্থাপন ও ব্যবহার) নিয়মাবলী, ১৯৮৯

সামাজিক ঃ যথাযথ ক্ষতিপূরণের অধিকার এবং জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা আইন, ২০১৩।

এই আইনের পরিধি অনেকটা ছাতার মতো এবং এটি তৈরীই করা হয়েছে প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্যায় জর্জরিত মানুষদের সমস্যা সমাধানের জন্য। এই আইন পূর্ববর্তী জমি অধিগ্রহণ আইন (১৮৯৪) ও তার সংশোধনী (১৯৮৫) এবং জাতীয় পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা নীতি ২০০৭, সব কিছুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

ই - ৯ ঃ বিশ্ব ব্যাঙ্কের নীতি

নীচের সারণীতে প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে, ঐ সব নীতির প্রাসঙ্গিকতা/প্রযোজ্যতা এবং ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হল :-

নীতি	প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
ওপি/বিপি ৪.০১ পরিবেশের মূল্যায়ন	প্রযোজ্য ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য পরিকাঠামো, যেমন রাস্তা, সেতু ও ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিরাপদ আস্তানার নির্মাণ ও উন্নতিসাধন এবং উপকূলে বাঁধ সারাই/সংস্কারের সময় পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই বিরূপ অভিঘাতগুলো অবশ্য স্থান, এলাকার প্রকৃতি ও প্রকল্পের ব্যাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। এই সব কাজে সামাজিক ও পরিবেশ খাতে পূর্ণ অভিঘাতের মাত্রা অবশ্য ঐ সব ক্ষেত্রে সঠিক পর্যালোচনার পরই জানা সম্ভব। এই সমস্ত বিনিয়োগসমূহের পরিকল্পনা ও নির্মাণকাজের অন্যতম প্রধান শর্তই হল বিরূপ অভিঘাতগুলোকে এড়িয়ে বা প্রশমিত করে যথাসম্ভব কম করা ও সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। ওপি ৪.০১ কে তৈরীই করা হয়েছে যাতে সব রকম পরিকাঠামোগত বিনিয়োগের পরিকল্পনা ও নকশা কঠোরভাবে পরিবেশবান্ধব হয়। তার জন্য পুরো প্রকল্পের নীতি নির্দ্ধারণেই সঠিক নীতি ও সঠিক অভিমুখে অগ্রসর হওয়াকে যুক্ত করা।

ওপি/বিপি ৪.০৪ স্বাভাবিক আবাসস্থল	প্রযোজ্য যেহেতু প্রকল্পটি উপকূলবর্তী অঞ্চলের জন্য এবং যেহেতু ঐ অঞ্চল নানরকম পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের (যেমন বিভিন্ন জীবের স্বাভাবিক আবাসস্থল ইত্যাদি) কারণে বিভিন্ন মাত্রায় সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল ও অভিঘাতপ্রবণ, তাই ঐ সব এলাকার কর্মকান্ডে কিছু ঝুঁকি অবশ্যই থাকবে। ঐ সব সমস্যা সমাধানের জন্য চাই যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডের পূর্বে এলাকা নির্ধারণের সময় আগাম সতর্ক হওয়া। ঝাড়াই-বাছাই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রভাব বা অভিঘাতের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যদিও প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে স্বাভাবিক আবাসস্থলের কোনো বড় পরিবর্তন বা ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, তবু ওপি ৪.০৪ কে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে উপ-প্রকল্প নির্ধারণ, রূপরেখা প্রস্তুতি বা সেই প্রকল্পগুলির রূপায়ণ বা নির্মাণকাজে সঠিক পদক্ষেপ নিশ্চিত করা যায়। বিশেষতঃ যদি কোনো উপ-প্রকল্পের এলাকা বিশেষ সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল কোনো অঞ্চলের অতি সন্নিকটে হয়ে থাকে।
ওপি ৪.০৯ ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ	প্রযোজ্য নয় ওপি ৪.০৯ এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য নয়, যেহেতু জৈব বা পরিবেশগত কোনো নিয়ন্ত্রণই এই প্রকল্পে প্রযুক্ত হয় না এবং কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত বা রাসায়নিক কোনো কীটনাশকের ব্যবহার এই প্রকল্পে নেই। এই প্রকল্প কোনো কীটনাশকের সংগ্রহ বা ব্যবহারে লগ্নী করবে না। উদ্যান পালন বা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে জৈব সার বা জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা হতে পারে।
ওপি/বিপি ৪.৩৬ অরণ্য সংরক্ষণ	প্রযোজ্য নয় এই প্রকল্পে বাণিজ্যিকভাবে কোনো গাছ কাটা হয় না বা হবে না। হয়ত কোনো ক্ষেত্রে পথের বা রাস্তার সামান্য বাঁকের জন্য (বিশেষতঃ যেখানে প্রচলিত পথ ব্যবহার সম্ভব নয়), জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে হ'তে পারে। যদিও বাছাই পর্বে এই রকম ঘটনা প্রথমেই চিহ্নিত ক'রে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় বনাঞ্চলের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও গুণগত মানে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না, তখন পূর্বেই কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করে রাখা হবে।
ওপি/বিপি ৪.১১ ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ	প্রযোজ্য প্রকল্পের কিছু কিছু অংশ এমন কোনো জায়গায় হতে পারে, যার খুব কাছেই হয়ত রয়েছে কোন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট স্থান বা স্থাপত্য, যার ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ধর্মীয় কিংবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। বাছাই এর সময়েই ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদের ওপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব নির্ণয় ক'রে উপযুক্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নিতে হবে এবং সেই সব ব্যবস্থাগুলিকে অন্তর্গত সব উপ-প্রকল্প প্রক্রিয়ায় অঙ্গীভূত ক'রতে হবে। উপ-প্রকল্প রূপায়ণের সময় হঠাৎ কোনো বস্তু আবিষ্কৃত হলে, যার সম্ভাবনা থেকেই যায়, কি করতে হবে তার নির্দেশিকা ESMF এ দেওয়া আছে।

ওপি/বিপি ৭.৫০ আন্তর্জাতিক জলপথ প্রকল্প	প্রযোজ্য নয় ওপি ৭.৫০ এখানে প্রযোজ্য নয়, কারণ এই প্রকল্পে কোনো আন্তর্জাতিক জলপথের ওপর দিয়ে বা তাকে ঘিরে কোনো পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়নি, তাই এখানে সম্ভাব্য সংঘাতের কোনো প্রশ্ন নেই । এখানে এমন কোনো কর্মকান্ডও ঘটছে না, যাতে ঐসব জলপথ ব্যবহার বা দূষণের কোনো সম্ভাবনা তৈরী হয় ।
ওপি/বিপি ৪.৩৭ বাঁধের সুরক্ষা	প্রযোজ্য নয় ওপি ৪.৩৭ এখানে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এই প্রকল্পে নতুন কোনো বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে না, বা এমন কোনো কিছুই করা হচ্ছে না, যাতে বর্তমান কোনো বাঁধের নির্বিঘ্ন কর্মপ্রক্রিয়ার কোনো ক্ষতি হয় ।
ওপি/বিপি ৭.৬০ বিতর্কিত এলাকায় প্রকল্প	প্রযোজ্য নয় ওপি ৭.৬০ এখানে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু এই প্রকল্প কোনো বিতর্কিত এলাকায় ঘটছে না ।
ওপি ৪.১২ অনিচ্ছুক পুনর্বাসন	প্রযোজ্য অংশ ২ - এ প্রস্তাবিত কিছু কিছু বিনিয়োগক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধীনস্থ জমি নিতে হ'তে পারে । এছাড়াও প্রকল্পের জন্য কিছু বেআইনি জবরদখলকারীকে উচ্ছেদ করতে হতে পারে, যার ফলে তারা আশ্রয়হীন, জীবন-জীবিকাহীন হয়ে পড়তে পারেন ।
ওপি ৪.১০ দেশীয় মানুষ	প্রযোজ্য নয় ওপি ৪.১০ এখানে প্রযোজ্য নয়, যেহেতু প্রকল্পের প্রস্তাবিত পরিধির মধ্যে মূলপ্রবাহের জন তুলনায় নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি সহ কোনো আদিবাসীদের বাসস্থান নেই । এই প্রকল্পের জন্য ESMF -এর প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে (ক্ষেত্রীয় ও তথ্যগত -এই দুই উপায়ে) পরিচালিত সম্ভাব্যতা নির্ধারণ প্রক্রিয়া (assessment) এর ভিত্তি ।

ই - ১০ ঃ সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব / ইস্যু

NCRMP II - এর আনুষঙ্গিক সহ প্রকল্পগুলি থেকে এটাই আশা করা যায় যে, সেগুলি উপকূলবর্তী জনজীবনকে ঘূর্ণিঝড়ের বিপদাশঙ্কা হ্রাস করে, তাদের পক্ষে ইতিবাচক ও উপকারী হবে । এই প্রকল্প থেকে নিম্নরূপ ইতিবাচক প্রভাব বা ফল আশা করা যায় :-

- ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনগণের জন্য উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা
- ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্দশার তীব্রতা হ্রাসের ব্যবস্থা
- উন্নত পরিকাঠামো ও পরিবহনের সুবিধা
- পরিষেবাকে আরও বেশি সুলভ্য করা
- সময়ের উৎপাদনমূলক ব্যবহার

- রোজগারের আদর্শ পদ্ধতির উন্নতিবিধান
- স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উন্নতি
- মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি
- সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ
- আরও বেশি করে সমষ্টিগত অংশগ্রহণ এবং স্বত্বাধিকার বোধ

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব / ইস্যু

এই প্রকল্পের খ-অংশে (Component - B) প্রস্তাবিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমন পরিকাঠামো তৈরী করা হবে, তার মধ্যে থাকবে বহুমুখী কাজের উপযোগী আপৎকালীন সুরক্ষিত আস্তানা, আর ঘূর্ণিঝড় থেকে বাঁচার ঐ আস্তানার সঙ্গে যোগাযোগকারী রাস্তার উন্নতিসাধন, ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক কেবল, সেতু নির্মাণ এবং সাগর পাড় বাঁধানো ও উপকূলবর্তী বাঁধ/নদীবাঁধের শক্তিবৃদ্ধি। গোটা প্রকল্পে পরিবেশগত সঠিক ব্যবস্থাপন এবং সুরক্ষা উদ্যোগ-পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে এই সব কর্মকান্ডগুলি, কারণ যদি আগে থেকে সঠিক ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে এই সব কাজের দ্বারা উপকূলের প্রাকৃতিক ও ভৌত পরিবেশের ওপর বিরাট ও অপরিবর্তনীয় প্রভাব পড়বে। অন্য অংশের কর্মকান্ডের লক্ষ্য হল - নানা রকম বিপদাপদের ঝুঁকির মডেল তৈরি ও তার মূল্যায়ন, বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতা তৈরি, রূপায়ণে সহায়তা এবং আরো সব অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রকল্পের প্রস্তাবিত রূপায়ণে পরিবেশের ওপর বিরাট ও অপরিবর্তনীয় কোনো প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই।

যদিও এই প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী রাজ্যসমূহে ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি প্রশমনে পরিকাঠামো, উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য জল-বায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে উপকূলবর্তী জনগণের উপকার করবে, তথাপি এই প্রকল্পের কর্মকান্ডের দ্বারা পরিবেশের ওপর কিছু ক্ষতিকারক প্রভাব পড়লেও পড়তে পারে। যেহেতু প্রকল্পের সিংহভাগ কাজকর্ম রাজ্যগুলির উপকূলবর্তী অঞ্চলে হয়ে থাকে এবং যেহেতু ঐ অঞ্চল নানরকম পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন মাত্রায় সংবেদনশীল ও অভিঘাতপ্রবণ, তাই ঐ সব এলাকায় কর্মকান্ডে কিছু ঝুঁকি অবশ্যই থাকবে। ঐ সব সমস্যা সমাধানের জন্য চাই যথাযথ পরিকল্পনা ও কর্মকান্ডের পূর্বে এলাকার পরিধি নির্ধারণের সময় বিশেষ যত্নবান হওয়া, বিশেষতঃ উপ-প্রকল্পগুলি যদি তটরেখা বা জোয়ারের জলরেখা বা নীচু এলাকার নিকটবর্তী হয়।

এই প্রকল্পের খ-অংশে (Component - B) প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের ফলে নিম্নরূপ ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা :

১) উপ-প্রকল্পের জন্য অনুপযুক্ত স্থান নির্বাচনের কারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব (উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সঠিক পরিকল্পনার অভাবে ও বাঁধের নকশার ভুলে জমিতে নোনা জলের অনুপ্রবেশ), ২) এলাকার নিকাশী ব্যবস্থার ওপর অভিঘাতের কারণে জোয়ারের জলের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়া, আর তার ফলে উপকূলবর্তী উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীর জীবনে সঙ্কট, ৩) উপ-প্রকল্পের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন ও সবুজ ধ্বংস, ৪) মানুষের ব্যবহার্য জলের উৎসের ওপর প্রভাব, ৫) নির্মাণকাজের সময় পেশার সঙ্গে যুক্ত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিপদ, ৬) নির্মাণকাজের সামগ্রী (বালি, জল, মাটি, মিশ্রণ) সংগ্রহ ও পরিবহন সংক্রান্ত প্রভাব, ৭) নির্মাণকাজের বর্জ্যপদার্থ ও জঞ্জালের সঠিক সাফাই এর অভাবে উদ্ভূত প্রভাব।

পরিবেশের ওপর সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে এই প্রকল্পটিকে 'ক-শ্রেণী'-র তকমা দেওয়া হয়েছে। যদি গোটা বিষয়টাকে একসঙ্গে দেখা যায়, আর যদি সঠিক পরিচালন পরিকল্পনা নেওয়া থাকে ও সেগুলিকে সুচারুরূপে বাস্তবায়িত করা যায়, তাহলে এই প্রকল্পের দ্বারা ভৌত এবং/অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরাট মাপের, তাৎপর্যপূর্ণ বা অপরিবর্তনীয় কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ারই সম্ভাবনা।

সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব / ইস্যু

সহ-প্রকল্প / কর্মকান্ড	সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাব	ইতিবাচক প্রভাব
ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুরক্ষিত আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ	◆ স্বল্প পরিমাণে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ ◆ সরকারি জমি ব্যবহার ◆ সরকারি জমিতে অবস্থানকারী স্বত্ববিহীন দখলদারদের উপর প্রভাব ◆ পরিবারের / পরিবারগুলির পুনর্বাসন ◆ দন্ডায়মান শস্য ও গাছ-গাছালির ক্ষতি ◆ জীবন-জীবিকা হানি	◆ ঘূর্ণিঝড়ের সময় মাথা গোঁজার সুরক্ষিত আস্তান্না ◆ সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ যার দ্বারা এলাকাবাসী উপকৃত হ'তে পারেন (যেমন বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি)
সংযোগকারী রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ	◆ স্বল্প পরিমাণে / লম্বা একটেরে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ ◆ সরকারি জমি ব্যবহার ◆ পরিবারের / পরিবারগুলির পুনর্বাসন ◆ সরকারি জমিতে অবস্থানকারী স্বত্ববিহীন দখলদারদের উপর প্রভাব ◆ দন্ডায়মান শস্য ও গাছ-গাছালির ক্ষতি ◆ স্থায়ী বর্তমান কাঠামো ও গোষ্ঠী সম্পদের হানি ◆ জীবন-জীবিকা হানি	◆ প্রধান সড়ক ও সুরক্ষিত আস্তানার সঙ্গে যোগাযোগ ◆ প্রাকৃতিক বা যে কোনো বিপর্যয়ে স্থানান্তকরণের রাস্তা তৈরী থাকা ◆ এলাকার প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগসাধন
উপকূলবর্তী নোনা জলের বাঁধ ও পাড়ের শক্তিবৃদ্ধি এবং উন্নতিকরণ	◆ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ ◆ সরকারি জমি ব্যবহার ◆ সরকারি জমিতে অবস্থানকারী স্বত্ববিহীন দখলদারদের উপর প্রভাব ◆ পরিবারের / পরিবারগুলির পুনর্বাসন ◆ দন্ডায়মান শস্য ও গাছ-গাছালির ক্ষতি ◆ সাময়িক শ্রমিক আগমন ◆ ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি/ঘরের পাশের জঙ্গলের ক্ষতি, যার ওপরে স্থানীয় বাসিন্দারা বা কাছাকাছি এলাকাবাসী রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ-কুটো জোগাড় বা গরু-মোষ, ছাগল-ভেড়া চরানোর ব্যাপারে নির্ভরশীল	◆ নোনা জল, জমির প্লাবন ও তরঙ্গোচ্ছ্বাস থেকে কৃষিজমিকে রক্ষা ◆ তরঙ্গোচ্ছ্বাস বা প্লাবন থেকে বাসভূমির সুরক্ষা ◆ মূল রাস্তার সঙ্গে যে কোনো বিপর্যয়ে স্থানান্তকরণের পথ তৈরী থাকা
ভূগর্ভস্থ কেবল ব্যবস্থা	◆ সম্পত্তির ক্ষতি ◆ স্থানীয় ব্যবহারকারীদের অসুবিধা	◆ দুর্যোগের সময়ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ

NCRMP- I এর পূর্বতন অভিজ্ঞতা এবং ESMF তৈরীর সময়কালীন মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি ক'রে একথা বলা যায় যে, এই প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ বা জনবসতির পুনর্বাসনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । মুখ্যত সরকারি জমিই ব্যবহৃত হবে সুরক্ষিত আস্তানা, রাস্তা বা বাঁধ নির্মাণ কিংবা পাড় বাঁধানোর কাজে । যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানের জমি পাওয়া যাবে না, সেখানে স্বেচ্ছায় জমিদান বা সরাসরি জমি ক্রয় অথবা কোনো কিছুর বিনিময়ে জমির মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে জমি নিতে হবে । যদিও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি বা ব্যক্তির অধিকারে থাকা সরকারি মালিকানাধীন জমি লাগার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে; কিন্তু যদি সুদূর পরাহত কোনো প্রয়োজনে কোনো সহ প্রকল্পের জন্য এমন কোনো সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, তাহলে ঐ সব অনিচ্ছুক পুনর্বাসন সমস্যার কার্যকরী সমাধানসূত্র খুঁজে বার করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের অনিচ্ছুক পুনর্বাসন সংক্রান্ত কার্যকরী নীতি (ওপি/বিপি ৪.২) প্রয়োগ করা হবে । সহ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরে সামাজিক অনুসন্ধান চালিয়ে চাহিদার

প্রকৃত স্বরূপ এবং তা ছাড়া ঐ জমির সঙ্গে কোনো সামাজিক বা অন্য কোনো ইস্যু জড়িয়ে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়।

এছাড়াও পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো (ESMF) প্রস্তুতের সময় স্থানীয় স্তরে অনুসন্ধান ও তথ্যের ভিত্তিতে যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল, তাতে এটা পরিস্কার যে অংশগ্রহণকারী ছটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রকল্পের এলাকার মধ্যে কোনো একমেবদ্বিতীয়ম সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় বহনকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীর বাসস্থান বা সাধারণ জনবসতিও নেই। ঐ মূল্যায়ন থেকে আরো জানা যায় যে - (ক) প্রস্তাবিত সহ-প্রকল্পগুলি সবই হবে উপকূলবর্তী এলাকায় / অ-তফশিলভূক্ত অঞ্চলে (উপজাতিভুক্ত ও দেশীয় জনজাতি ভুক্ত নয় এমন এলাকা) (খ) উপকূলবর্তী এলাকা মূলতঃ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন, যারা উপজাতি বা দেশীয় জনজাতি ভুক্ত নয় (গ) এই এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা হল - মাছ ধরা, নুন তৈরী করা, চাষবাস এবং এই জীবিকাগুলো মোটামুটি ভালোই অর্থকরী। ওপি ৪.১০ তাই এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ই - ১১ ঃ পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপন ঃ দৃষ্টিভঙ্গি, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপন পদক্ষেপ

যখন ছয়টি অংশগ্রহণকারী রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থানে বহুমুখী সহ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা করা হয় এবং যখন তাদের কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট অবস্থান গোটা পরিকল্পনা তৈরির সময় জ্ঞাত থাকে না, তখন গোটা প্রকল্পে কার্যকরী পরিবেশগত ব্যবস্থাপন সুনিশ্চিত করতে, তার প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও রূপায়ণের স্বার্থে এক পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনের রূপরেখা (ESMF) গ্রহণ করা হয়েছে। NCRMP II তে সামগ্রিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনে নিম্নলিখিত প্রধান পদক্ষেপগুলি বর্তমান :-

সহ-প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিতকরণ ঃ অরক্ষিত অঞ্চলের খোঁজ ও নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি প্রশমন পরিকাঠামোর জন্য এলাকা স্থিরীকৃত হয়; যার প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে শুধুমাত্র উপযুক্ত এলাকাই যেন প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট হয়, যাতে ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভবনাময় এলাকাগুলি প্রকল্পের আওতা থেকে বাদ না পড়ে।

পরিবেশের পর্যালোচনা, যার ফলে সহ-প্রকল্প স্তরে পরিবেশগত প্রধান ইস্যুগুলি প্রারম্ভিক পর্বেই চিহ্নিত করা যায়। বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পরিবেশ ব্যবস্থাপন প্রক্রিয়া গঠিত হয় এবং এটি প্রকল্পের জন্য চিহ্নিতকরণ/কারিগরি সুবিধা-অসুবিধার অনুধাবনের পাশাপাশি একযোগে চলতে থাকে, যাতে সহ-প্রকল্পে ঐ প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া যায়। প্রস্তাবিত বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রথম পর্যায়ে পরিবেশের ওপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরূপ প্রভাববিহীন সহ-প্রকল্পগুলিকেই রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে পরিবেশ বাছাই ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত শক্তিশালী প্রয়োগ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে - যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যেমন জি.আই.এস. দূর-সংবর্তী প্রযুক্তি, আর সেগুলি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে বর্জন করতে বা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এর ফলাফলগুলিকে রাজ্যওয়াড়ি ভিত্তিতে বাছাই প্রতিবেদনে (Screening Report) -এর সাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবেশ বাছাই অনুশীলনের জন্য পদ্ধতি ও তথ্য সংরক্ষণ কাঠামোর প্রক্রিয়া NCRMP I -এর (বর্তমানে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে) সময়েই প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তা একদম প্রাথমিক স্তরেই বিভিন্ন ইস্যুগুলিকে কার্যকরিভাবে চিহ্নিতকরণে বিশেষভাবে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে, এমনকি সেই সব ক্ষেত্রেও যেখানে কেবলমাত্র একটি রাজ্যেই বহু সহ-প্রকল্পের (৪০০+ প্রতি রাজ্যে) কথা ভাবা হয়েছিল।

যেসব সহ-প্রকল্পে পরিবেশের ওপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ার সম্ভাবনা (পর্যালোচনা প্রতিবেদনের ফলাফল অনুযায়ী চিহ্নিত), সেসব ক্ষেত্রে একটি পরিবেশ মূল্যায়ন {(Environment Assesment) (EA.)} এবং সহ-প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ পরিবেশ ব্যবস্থাপন যোজনা {(Environment Management Plan) (EMP)} প্রস্তুত করা হবে ব্যাঙ্কের ওপি ৪.০১ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ই.এ. তে থাকে বুনিয়াদী শর্তাবলীর মূল্যায়ন, বিকল্প সম্ভাবনার পর্যালোচনা, সম্ভাব্য অভিঘাতের মূল্যায়ন, প্রশমনের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ এবং সহ-প্রকল্প ভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপন যোজনার প্রস্তুতি। যাই হোক আশা করা যায় পরিবেশের ওপর তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ার সম্ভাবনাময় সহ-প্রকল্পের সংখ্যা খুবই কম হবে। প্রধানতঃ তারা নোনাজলের বাঁধ বা সাগরপাড় বাঁধানো, আর ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক কেবল বসানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই প্রাথমিক ভাবে আশা করা যায়।

পর্যালোচনার ফলাফলের ওপর ভিত্তি ক'রে যদি কোনো সহ-প্রকল্পে EA. এর প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তাহলে সাধারণ/আদর্শ কর্মকান্ড ভিত্তিক EMP, যা ESMF -এর অংশ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল, তা প্রয়োগ করা হবে। এই সাধারণ/আদর্শ কর্মকান্ড ভিত্তিক EMP -গুলি সহ-প্রকল্পের যোজনা/বাছাই, নকসা, রূপায়ণ ও কর্মসম্পাদনের স্তরে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব এড়ানো, কমানো ও প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সামগ্রিক নির্দেশ ও পরামর্শদান করে।

ই.এ. (EA) এবং এস.এ. (SA)পাঠ ঃ যেসব সহ-প্রকল্পে সামাজিক জীবন ও পরিবেশের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ার সম্ভাবনা নিহিত থাকে, (পর্যালোচনা প্রতিবেদনে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী), সেসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ওপি ৪.০১ ও ওপি ৪.১২ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি পরিবেশে ও সামাজিক মূল্যায়ন {(Environment & Social Assesment) (EA./SA)} ও একটি সহ-প্রকল্পভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপন যোজনা {(Environment Management Plan) (EMP)}এবং পুনর্বাসন / সামাজিক ব্যবস্থাপন যোজনা প্রস্তুত করা হবে।

সহ-প্রকল্পের বাছাই ও নকসার ক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত চাহিদার সম্পূরণ ঃ- এইসব চাহিদা / বিচার বিবেচনা কে সামগ্রিক নীতি-নির্ধারণ ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করা হবে - যেমন এলাকা বাছাই (বাছাই এর সাথে সাথে নিরাপত্তাহীনতার মূল্যায়ণের ওপর এর ফলাফল নির্ভর করবে), নকসা (পরিবেশ সহ), স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার চাহিদা, এর সব কিছুই এলাকা ভিত্তিক যোজনার ফলাফল যেমন মানচিত্র/ডিপিআর/ও অন্যান্য প্রতিবেদন বা নথিতে প্রতিফলিত হবে।

বাছাই -এর ফলাফলের ওপর ভিত্তি ক'রে যদি কোনো সহ প্রকল্পে EA এর প্রয়োজনীয়তা না থাকে, তাহলে সাধারণ/আদর্শ কর্মকান্ড ভিত্তিক EMP, যা ESMF -এর অংশ হিসাবে নির্মিত হয়েছিল, তা প্রয়োগ করা হবে। এই সাধারণ/আদর্শ কর্মকান্ড ভিত্তিক EMP গুলি ঐ সংশ্লিষ্ট সহ-প্রকল্পের যোজনা/বাছাই, নকসা, রূপায়ণ ও কর্মসম্পাদনের প্রতিটি স্তরে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব এড়ানো, কমানো ও প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়ে সামগ্রিক নির্দেশ ও পরামর্শদান করবে।

দরপত্র লেখ্যর প্রস্তুতি এবং পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা চাহিদার সম্পূরণ ঃ এইসব চাহিদা / বিচার বিবেচনা কে সামগ্রিক নীতি-নির্ধারণ ও রূপায়ণ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করা হয়। পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার চাহিদাগুলি নির্মাণকাজের সময় ঠিকাদারকে মেনে চলতে হবে এবং এই সব শর্ত ও নিয়মাবলীর আদলে চাহিদাগুলির ভিত্তিতে দরপত্র দিতে হবে ও বিল বা বিলসমূহ (যা দরকারি/প্রাসঙ্গিক) মেটানো হবে। এই কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পের বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মকান্ডের ওপর একটি সাধারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপন যোজনা তৈরি করা হয়েছে। এই সব আদর্শ পরিকল্পনাগুলি, ESMF এর অংশ হিসাবে, ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত সংস্থাগুলিকে দেওয়া হয়। এগুলি সহ প্রকল্প প্রস্তুতি ও তা অনুমোদন চক্রের সম্পাদন-সময়ও কমাতে সাহায্য করবে। এই সব GMP লেখ্যকে এলাকা ভিত্তিক EMP লেখ্যতেও রূপান্তরিত করা যায়, যাতে ঐ এলাকার অবস্থা তুলে ধরা যায়।

জনগনের মতামত গ্রহণ ঃ সহ-প্রকল্প নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সঙ্গে, বিশেষতঃ যাঁরা উপকৃত হয়েছেন বা হবেন বা যেসব মানুষ / গোষ্ঠীর ওপর প্রকল্পের প্রভাব পড়বে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে প্রকল্পের জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণ ও বাছাই, পরিকল্পনা, পরিকাঠামোগত কি কি সুবিধা বর্তমান এবং এলাকায় বসবাসকারী গোষ্ঠীর কি কি আর্থ-সামাজিক চাহিদা আছে সেই সব ব্যাপারে আলাপ আলোচনা ও সহমত তৈরির প্রচেষ্টা অর্ন্তভুক্ত থাকবে। ঐ কাজের সমস্ত ঘটনা, সিদ্ধান্ত/গোষ্ঠীর অনুমতি, গৃহীত প্রস্তাব লিখিত আকারে ও দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে নথিভুক্ত ক'রে রাখা হবে।

ই - ১২ : পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা

NCRMP II - এর জন্য এই পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা নির্মিত হয়েছে অনিচ্ছুক পুনর্বাসনে বিশ্বব্যাঙ্কের রক্ষাকবচ নীতির (ওপি ৪.১২) সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। সাম্প্রতিককালে এল. এ. এবং আর.আর. বিধিবদ্ধকরণ - RFCTLARR, ২০১৩ অনুযায়ী এই রূপরেখা নির্মিত হয়েছে। NCRMP II- এর অন্তর্গত সহ-প্রকল্পগুলির ফলে কোনো সামাজিক অভিঘাত সৃষ্টি হ'লে এই রূপরেখা, সেই অভিঘাত প্রশমনে নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। এই প্রকল্পে সৃষ্ট কোন কোন অসুবিধার জন্য কে কি পাবার অধিকারী তা নীচের তালিকায় দেওয়া হল ঃ-

অভিঘাতের ধরণ	ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী	ক্ষতিপূরণের বিশদ বিবরণ
জমি হারানো	জমির মালিক (গণ) / ব্যাক্তি / পরিবার	RFCTLARR আইন, (২০১৩) অনুযায়ী প্রাপ্য তফশিলভুক্ত জাতি ও জনজাতির ক্ষেত্রে পরিবার পিছু আরও কিছু অতিরিক্ত বরাদ্দ।

বাড়ী ঘরের ক্ষয়ক্ষতি (গার্হস্থ্য বা ব্যবসায়িক অথবা গার্হস্থ্য ও ব্যবসায়িক উভয়ই)	মালিক / পরিবার	* ঐ সময়ে অবচয় ব্যতিরেকে আর এন্ড বি. ডি (R&BD) তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্য । * RFCTLARR আইন, ২০১৩ -এর বিধান অনুযায়ী স্থানান্তরী ও অন্তর্বর্তীকালীন পুনঃনিষ্পত্তি ভাতা । * ক্ষতিগ্রস্ত জমি-জায়গা বা বাড়ি-ঘর থেকে জিনিসপত্র উদ্ধারের অধিকার ।
জবরদখলের মাধ্যমে সরকারি জমির বেআইনি দখলদারি	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ (ব্যক্তি / পরিবার)	* ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্যে অর্থসাহায্য, যার মূল্য ঠিক হবে ঐ সময়ে অবচয় ব্যতিরেকে আর এন্ড বি. ডি (R&BD) তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্য সাপেক্ষে । * দখলদারদের সম্পত্তি সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দু'মাস আগে নোটিশ দেওয়া হবে ।
বাসস্থান বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বসবাসরত জবরদখলকারী ।	ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ (ব্যক্তি / পরিবার)	* ক্ষতিগ্রস্ত কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য, যার মূল্য ঠিক হবে ঐ সময়ে অবচয় ব্যতিরেকে আর এন্ড বি.ডি (R&BD) তালিকা অনুযায়ী নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্য । * RFCTLARR আইন, ২০১৩ -এর বিধান অনুযায়ী স্থানান্তরী ভাতা । * জবরদখলকারীদের জিনিসপত্র সরানোর জন্য দু মাস আগে নোটিশ দেওয়া হবে ।
শহরাঞ্চলে জমি অধিগ্রহণের জন্য জীবিকা হানি ।	ব্যাক্তি / পরিবার	* সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী যোগ্যতামান । * RFCTLARR আইন, ২০১৩ -এর বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ।
নির্মাণকার্যের অনুমিত ও অননুমেয় ক্ষতি, যেমন ঃ কোনো কাঠামোতে সাময়িক ক্ষতি; যাতায়াতের বা কোনো জায়গায় পৌঁছানোর রাস্তার সাময়িক ক্ষতি; বিশেষ ক'রে ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় যদি ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রগুলি ব্যবহার না করা হয় ।	মালিক / ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি	* কোনো কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হ'লে তার ক্ষতিপূরণ । * যাতায়াতের জন্য যদি দরকার পড়ে, তাহলে সাময়িক বিকল্প পথের ব্যবস্থা করা ।
ভ্রাম্যমাণ কিয়স্কের সাময়িক ক্ষতি (যদি হয়ে থাকে) এবং	কিয়স্কের মালিক	* ঐ জায়গা খালি ক'রে দেওয়ার জন্য দু মাস আগে নোটিশ দেওয়া হবে ।

নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণে রোগের প্রকোপ হ'তে পারে ঃ- নির্মাণকার্যের জঞ্জাল পুরোপুরি সাফাই না হওয়ার জন্য জলদূষণ ঘটতে পারে, স্বাভাবিক নিকাশী ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এবং জলে জন্মানো রোগ জীবানুর আঁতুড়ঘর তৈরি হ'তে পারে ।	ঐ এলাকার বাসিন্দারা	* সুষ্ঠু নির্মানকাজ এবং ই.এম.পি. তে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে সকল বর্জ্য ও জঞ্জাল নিষ্কাষন । * বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি ।
সাধারণের স্বার্থবিজড়িত সম্পদ বা সাংস্কৃতিক সম্পত্তি বা সম্পদ যেমন গীর্জা, মন্দির, মসজিদ, হাতপাম্প, ছাউনি ইত্যাদি নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ।	গোষ্ঠী / গ্রাম / ওয়ার্ড	গোষ্ঠীর মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাদের সম্পত্তি ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া (বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা, অবস্থান বদল, স্থানান্তর প্রভৃতির মাধ্যমে) ।
অননুমিত ক্ষতি ।	-	অননুমিত যে কোনো ক্ষতিই নথিবদ্ধ করে রাখতে হবে এবং সেগুলোর সমাধান ক'রতে হবে প্রকল্পের নীতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে।

স্বেচ্ছায় জমি দান

সাধারণতঃ অনেকগুলি পদ্ধতির সম্মিলিত প্রয়োগে জমি অধিগ্রহণ করা হয় । সবচেয়ে অগ্রাধিকার পায় খালি পড়ে থাকা সরকারি জমির চিহ্নিতকরণ । কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির মালিক বা গ্রাম পঞ্চায়েত বা মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরা উদ্যোগী হ'য়ে এসে স্বেচ্ছায় জমি দান করেন । ব্যক্তিমানুষও কখনো কখনো নিজেদের জমি বা সম্পত্তি দান করার সিদ্ধান্ত বেছে নেন । যদি তিনি দেখেন যে তিনি নিজের ইচ্ছেতেই ঐ দান করছেন এবং তাঁকে জানানো হয়েছে যে, জমিদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার আছে । সকল দান যেন স্বেচ্ছায় এবং মুক্তমনে হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতি থাকবে ঃ দাতাকে ঐ জমির আইনসঙ্গত মালিক হ'তে হবে; দাতাকে প্রকল্পের ধরণ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হ'তে হবে, ঐ সম্পত্তিদানের নিগূঢ়ার্থ ও তার সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে হবে ।

ই - ১৩ ঃ ক্ষোভ প্রতিকার

জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ক্ষোভের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বর্তমান আছে ঃ (১) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের দ্বারা অধিগৃহীত সকল জমির ক্ষেত্রে RFCTLARR 2013 আইনে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসৃত হবে ; (২) কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি স্থানীয় তহশিলদার বা সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের (SDM) এর গোচরে আনা হবে । তিনি বিষয়টি শুনবেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে - ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা দল, খ) লাইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক যিনি জমিটি অধিগ্রহণ করেছেন / সহ-প্রকল্পের কর্মকান্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, গ) গ্রামের সরপঞ্চ, যাঁর এলাকায় সহ-প্রকল্পের কাজ চলছে। তিনি চেষ্টা করবেন সবার কাছে গ্রহণীয় এমন কোনো সমাধানে পৌঁছতে ; (৩) যদি কোনও সমাধানসূত্রে পৌঁছনো না যায়, সেক্ষেত্রে বিষয়টি জেলা সমাহর্তার (District Collector) নজরে আনতে হবে । তিনিই হচ্ছেন এই মামলায় শেষ সিদ্ধান্ত নেবার সর্বোচ্চ আধিকারিক । মামলার শুনানির সময়, SDM -এর কাছে শুনানির চলাকালীন উপস্থিত সব পক্ষকেই পুনরায় উপস্থিত

থাকতে হবে। এছাড়াও থাকবেন PIU-এর সামাজিক ব্যবস্থাপন বিশেষজ্ঞ (Social Management Specialist)। ঐ সামাজিক ব্যবস্থাপন বিশেষজ্ঞ, গোটা মামলার কার্যবিবরণীর নথিভুক্তকরণ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও দায়বদ্ধ থাকবেন।

ই - ১৪ ঃ প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস

গোটা প্রক্রিয়া রূপায়ণের পরিকাঠামো নীচের ছবিতে দেওয়া হল ঃ-

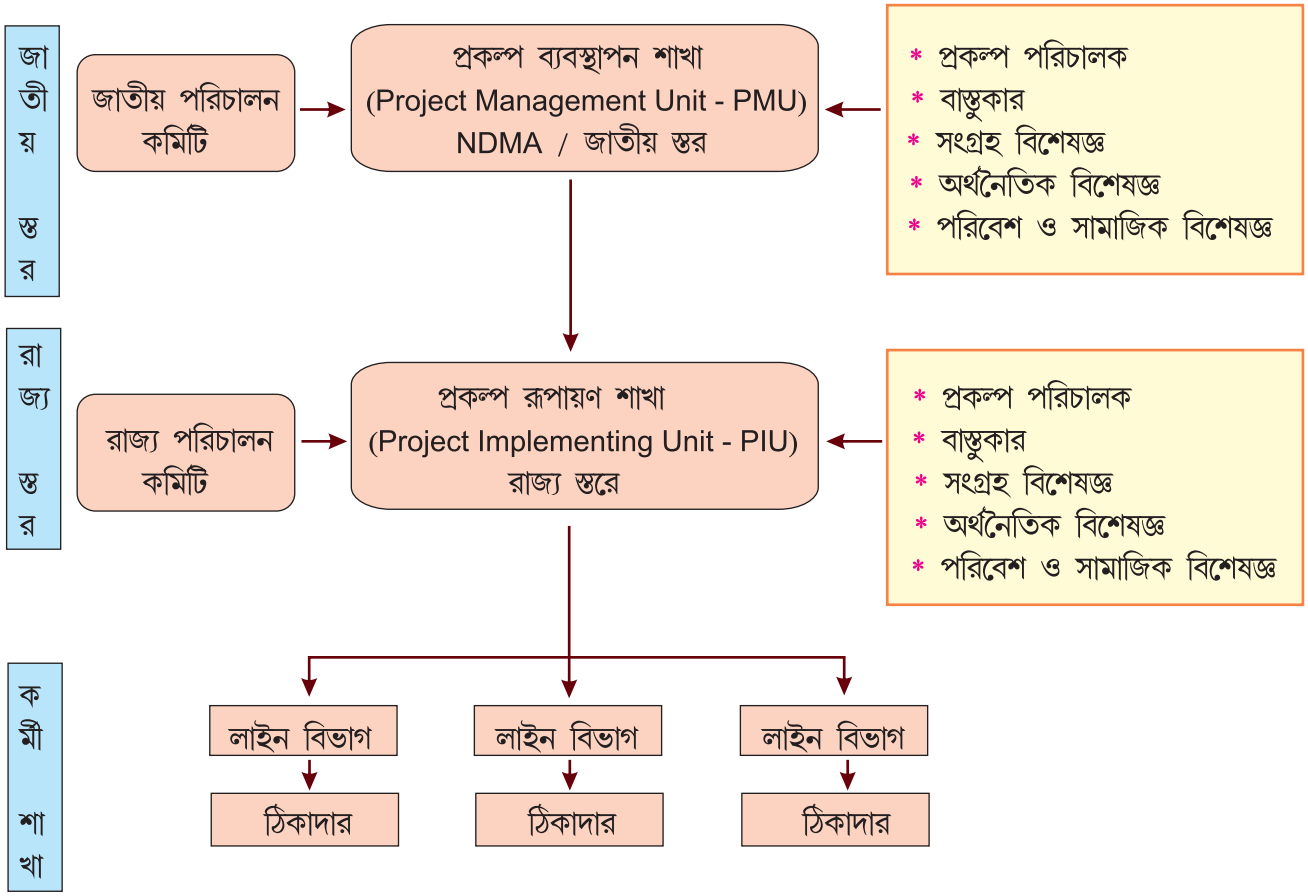

ESMF - এর সঠিক রূপায়ণের জন্য নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তগুলি রাখা হয়েছে ঃ-

ESMF - এর সঠিক রূপায়ণ এবং সুরক্ষাকবচের নজরদারি ঃ এটা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্তরে NDMA/PMU এবং রাজ্য স্তরে SPIU এর দেখার দায়িত্ব। আবার ESMF যাতে ঠিক ঠিক পালিত হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য সহ-প্রকল্পগুলির প্রস্তাব, আর কাজ শুরু হয়ে গেলে অগ্রগতির বিবরণ (Progress Report), - পুনর্বিবেচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সমস্ত সহ-প্রকল্পে কাজ চলাকালীন PMU - এর পক্ষ থেকে দু মাসে অন্ততঃ একবার পরিদর্শনে গিয়ে সুরক্ষার সমস্ত শর্ত যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা এবং কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে চিহ্নিতকরণ করা। প্রয়োজন সুরক্ষার হাল হকিকৎ নিয়ে প্রতি তিনমাস অন্তর NDMA - কে, বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ত্রৈমাসিক অগ্রগতির বিবরণ পাঠাতে হয়।

সহ-প্রকল্পে পরিবেশ ও সামাজিক বাছাইয়ের রূপায়ণ / আর.এ.পি'জ / ই.এম.পি'জ ঃ সহ-প্রকল্প স্তরে সুরক্ষা কবচের প্রস্তুতি ও প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা বা লাইন বিভাগের দ্বারা সংঘটিত হয়। সহায়তাদানের জন্য সঙ্গে থাকেন SPIU - এর পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ। আর যখন সহ-প্রকল্পগুলি বিস্তীর্ণ ভৌগলিক অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হয়, তখন সুরক্ষা সংক্রান্ত শর্তাবলী পালনের জন্য লাইন বিভাগের পক্ষ থেকে যোগ্য আধিকারিক বা বাস্তুকারকে নিয়োগ করা হয়।

সমষ্টিগত পরিচর্যা ঃ সমষ্টিভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল ব্যবস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সমিতি {Community Based Cyclone Shelter Management & Maintenance Committee (CSMMCs) } তৈরী করা হয় স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন অধিকারিককে (BDO) চেয়ারম্যান আর এলাকার কোনো স্বেচ্ছাসেবককে সম্পাদক (Secretary) ক'রে। সংশ্লিষ্ট সি.এস.এম.এম.সি

-কে ঐ বাড়িগুলি পরিচালন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হবে। সি.এস.এম.এম.সি -ই ঐ বাড়ির দৈনন্দিন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন।

ই - ১৫ ঃ নজরদারি ও মূল্যায়ন

ESMF এর জন্য প্রয়োজন হল পরিবেশ ও সামাজিক খাতে প্রকল্পের অভিঘাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধান, নজরদারি ও মূল্যায়ন। আর সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য রাজ্য এবং বিভাগ বা জেলা স্তরে NDMA এর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এর জন্য একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও একজন সামাজিক বিশেষজ্ঞকে ইতিমধ্যেই NDMA বোর্ডে রেখেছে। NDMA রাজ্য এবং ক্ষেত্রীয় স্তরে সম্পাদনকারী সংস্থাকে ESMF এর সিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে কার্য্যকর করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দেবে। এছাড়াও NDMA, ESMF-এর সিদ্ধান্তগুলিকে, প্রকল্প কার্যকর করার নির্দেশগ্রন্থ (Project Operations Manual) বা প্রকল্প সংক্রান্ত অন্যান্য একই রকম নথিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে কোনো আপোষ করা হবে না এবং প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থার প্রতিটি কর্মীদলকে বাধ্যতামূলকভাবে এগুলি মেনে চলতে হবে। পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞরা ঐ সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ক্ষেত্রীয় স্তরে ESMF যাতে সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয় তার দেখাশোনা করবেন এবং একই সঙ্গে ক্ষেত্রীয় স্তরে শাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কাজও চলতে থাকবে।

প্রতিটি রাজ্যের PIU বিভাগের, তাদের পরিবেশ ও সামাজিক বিশেষজ্ঞ সহ, দায়িত্ব হল এটা দেখা যে, প্রতিটা সহ প্রকল্পে ব্যাঙ্কের সুরক্ষানীতি, ভারত সরকারের নিয়মাবলী এবং ESMF-এর নির্দেশিকা ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কিনা। লাইন বিভাগ ও রূপায়ণকারী সংস্থা নিয়মিতভাবে নজরদারী চালিয়ে PIU কে প্রতিবেদন পাঠাবেন, আর তার ভিত্তিতে PIU আবার PMU কে প্রতিবেদন পাঠাবেন।

নিয়মিত নজরদারির অঙ্গ হিসেবে একইসঙ্গে NDMA, SPIU এবং লাইন বিভাগ দ্বারা আভ্যন্তরীন পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়ের ওপরও নজরদারি চলবে। এছাড়াও SPIUs কর্তৃক নিযুক্ত নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা {তৃতীয় পক্ষীয় হিসাব পরীক্ষক (Third Party Auditors)} প্রতি তিন মাসে একবার বাছাই করা কিছু সহ-প্রকল্পে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষাবলী নিয়মমাফিক মানা হচ্ছে কিনা খুঁটিয়ে দেখবেন।

ই - ১৬ ঃ প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্যবৃদ্ধি

সহ-প্রকল্পগুলিতে যাতে ESMF-এর শর্তাবলী মেনেই কাজকর্ম হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য কিছুদিন অন্তর প্রশিক্ষণ ও সংবেদীকরণের (Sensitization) প্রয়োজন। PIU এবং SPIUs এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় : (১) রূপায়ণকারী সংস্থার কর্মীরা, যাঁরা NCRMP -II - তে যুক্ত আছেন ; (২) ঘূর্ণিঝড়ে সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সমিতির সভ্যরা ; (৩) গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক দল।

ই - ১৭ ঃ ESMF রূপায়ণে ব্যয়-বরাদ্দ

ESMF-এ প্রদর্শিত পরিবেশ ও সামাজিক নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে মেনে চলতে হ'লে প্রতিটা সহ-প্রকল্পের DPR-এ প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যয়-বরাদ্দ রাখতে হবে। ESMF সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য সমস্ত প্রশাসনিক খরচ, PIU এবং PMU খাতে খরচের অংশ হিসেবে বরাদ্দ ক'রতে হবে।